ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিবন্ধিতা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল নাগরিক সুবিধা তাদের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা ও তাদেরকে এমনভাবে দক্ষ বা উপযোগী করা যাতে তারা সকল নাগরিক সুবিধা নিতে পারে, এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, নীতিনির্ধারণী পর্যায়, শাসন ব্যবস্থা এবং উন্নয়নে বিশদভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদে (২০০৬) সকল প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির পূর্ণ ও সমান মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ চর্চার প্রসার, সুরক্ষা সুনিশ্চিতকরণ এবং তাদের চিরন্তন মর্যাদার প্রতি সম্মান সমুন্নত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (২০৩০) কাউকে পেছনে ফেলে না রেখে সকলের উন্নয়নের অঙ্গীকারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাসহসকল মানুষের জীবনমান উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের সকল নাগরিকের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ নিশ্চিত করা, বৈষম্য নিষিদ্ধ করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে [অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) ও (ঘ)]। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনি কাঠামো থাকা সত্ত্বেওপ্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি যা বিভিন্ন গণমাধ্যম ও গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

ইতোপূর্বে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার তথা উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বিভিন্ন গবেষণা হলেও তাদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি রয়েছে যা সুশাসনের আঙ্গিকে গবেষণার চাহিদা সৃষ্টি করেছে। টিআইবি তার কর্মক্ষেত্রের অংশ হিসেবে প্রান্তিক, পিছিয়ে পড়া এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ওপর বিভিন্ন গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের ১৮ জুলাই টিআইবি আয়োজিত ‘প্রতিবন্ধী উন্নয়ন খাতে অর্থায়নে সুশাসন’ শীর্ষক অধিপরামর্শমূলক সভার সুপারিশক্রমে সুশাসনের আঙ্গিকে উন্নয়নে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং বর্তমান গবেষণাটি হাতে নেওয়া হয়।

প্রশ্ন২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য উন্নয়নে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

১. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জসমূহ নিরূপণ করা;
২. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিতবিভিন্ন কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা;
৩. বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ ও সুবর্ণকার্ড বিতরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও ঋণ, কর্মসংস্থান, পরিবহন, বিচারিক সেবা, দুর্যোগকালীন সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়, অধিদফতর, ফাউন্ডেশন, ট্রাস্ট, সমাজসেবা কার্যালয়, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, সেবাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) কার্যক্রম এ গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সংখ্যাগত তথ্য (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা, এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন অংশীজন যেমন প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও তাদের পরিচর্যাকারী বা অভিভাবক, সমাজসেবা অধিদফতর ও শাখা কার্যালয়, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল (এনডিডি) সুরক্ষা ট্রাস্ট, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আদালত, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে ব্যবহৃত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ, রাস্তাঘাট, গণপরিবহন, এনজিও কর্মকর্তা-

কর্মচারী এবং বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করাহয়েছে।পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবেসংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, নির্দেশিকা, প্রাসঙ্গিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন, টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ এর তথ্যভান্ডার, বার্ষিক প্রতিবেদন, গণমাধ্যম ও সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: ২০১৯সালের ডিসেম্বর থেকে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা এবং সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়সহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে তথ্য যাচাই করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যসমূহের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় স্বীকৃত পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, নথি পর্যালোচনাও করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ হচ্ছে-

- নীতিগত ও আইনগতভাবে গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে বিদ্যমান কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে;
- রাষ্ট্রীয় বাজেটে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ বাস্তবসম্মত ও যথেষ্ট নয় এবং যে বরাদ্দ দেওয়া হয় তাও নানা অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে যথাযথভাবে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছায় না;
- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর নিয়মিত তদারকি ও নিরীক্ষা না হওয়ায় সেবা প্রদান কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে;
- প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি থাকায় অধিকাংশ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি মৌলিক মানবধিকার ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত;
- জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বিভিন্ন লক্ষ্য অনুসারে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠনসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও অংশগ্রহণের ঘাটতি রয়েছে;
- অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, পরিবহন, সার্বিক অবকাঠামো, সম্পদের ওপর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতির কারণে উন্নয়নে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কি কি ?

উত্তর: এই গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশের মধ্যে রয়েছে-

ক. আইন সংক্রান্ত

১. আইন ও বিধিমালার সময়োপযোগী সংস্কার এবং আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে।

ক. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর আওতায়

- শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের গণপরিবহনে ওঠানামার ক্ষেত্রে র‍্যাম্পের বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে;
- আইনটি কোন কোন আইনের উপর প্রাধান্য পাবে তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে;
- পরিচয়পত্র ব্যতীত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫ এর আওতায়

- সকল কমিটিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে হবে;
- কমিটিসমূহের সদস্যদের দায়িত্ব এবং কমিটিসমূহের সভার সময়সীমা সুনির্দিষ্ট করে কমিটিগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে;
- কমিটিসমূহের সমন্বয়ের পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

গ. প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ এর আওতায়

১. স্বীকৃত এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়কে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য সরকারি জমি লিজ দিতে হবে, ভবন তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে, এবং এ সংক্রান্ত ধারা ১৩ (৬) সংস্কার করতে হবে।

খ. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সংক্রান্ত

২. জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট খাতের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আলাদাভাবে বরাদ্দ রাখতে হবে এবং চাহিদার নিরিখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে।
৩. সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, গণশৌচাগারসহ সংশ্লিষ্ট সকল অবকাঠামো প্রতিবন্ধীবান্ধব করতে হবে।
৪. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য পৃথক ইউনিট করতে হবে যেখানে একজন ডাক্তার, নার্সসহ প্রয়োজনীয় জনবল থাকবে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণের ব্যবস্থাসহ চিকিৎসক, সমাজকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিশেষায়িত বিদ্যালয় এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৬. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিতে হবে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৭. প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্য প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে।

গ. সংবেদনশীলতা, সমন্বয় ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

৮. সকল ধরনের দুর্যোগকালীন সময়ে প্রতিবন্ধিতাসহ শিশু ও ব্যক্তিদের জীবনধারণের মৌলিকা চাহিদা পূরণে (বিশেষত তাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা, খাদ্য সহায়তা) সরকারিভাবে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এসব উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠনকে সম্পৃক্ত করতে হবে।
৯. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কার্যকর প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
১০. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংঠনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. স্বচ্ছতা সংক্রান্ত

১১. সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তথ্যবহুল করতে হবে (বার্ষিক প্রতিবেদন, কমিটি সংক্রান্ত তথ্য, গৃহীত প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য) ও তথ্যসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রচার-প্রচারণা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া ওয়েবনির্ভর/অনলাইন সেবা, বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার, অ্যাপ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য অভিগম্য করতে হবে।

ঙ. জবাবদিহিতা ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত

১২. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী সকল কার্যালয়ে কার্যকর তদারকি এবং অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে জবাবদিহিমূলক নিয়মিত নিরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অন্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তদারকি করতে হবে।
১৩. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সকল কার্যালয় কর্তৃক অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অভিযোগ দায়েরের জন্য পৃথক হটলাইন চালু করতে হবে।
১৪. প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট সেবায় দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

প্রশ্ন ৯: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসহ অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১০: এই গবেষণায় সুশাসনের কোন কোন নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে?

উত্তর: গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য সুশাসনের সাতটি (৭টি) সুর্নিদিষ্ট নির্দেশক ও সংশ্লিষ্ট উপ-নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নির্দেশকসমূহ হলো- আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, সমন্বয়, অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সংবেদনশীলতা ও অনিয়ম-দুর্নীতি। আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার আওতায় উপ-নির্দেশক হিসেবে আইন, বিধি ও নীতিমালা, বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা, মানবসম্পদ, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয় বোঝানো হয়েছে। অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাজেট, কর্মপরিকল্পনা, প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। স্বচ্ছতার মধ্যে তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্যে অভিগম্যতা অন্তর্ভুক্ত। জবাবদিহিতার আওতায় আছে জবাবদিহি ব্যবস্থা, তদারকি, অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা। সংবেদনশীলতার আওতায় রয়েছে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আচরণ, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্তৃপক্ষের সাড়া প্রদান। অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে দায়িত্বে অবহেলা, ঘুষ লেনদেন ও আত্মসাৎ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১১: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নিধারিত তথ্য কর্মকতা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org